ঢাকা : বুধবার ২৫ ভাদ্র ১৪১৬
Dhaka : Wednesday 9 September 2009

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশে সাক্ষরতা নিয়ে বিভ্রান্তি

গতকাল মঙ্গলবার ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল- সাক্ষরতা ও ক্ষমতায়ন। এ উপলক্ষে দেশে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রথম সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় ১৯৬৭ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় ১৯৭২ সালে। সাক্ষরতা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার' লাভ করে। তারপরও সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশে সরকার এবং বিদেশী অর্থে পরিচালিত বেশ কয়েকটি এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সব কিছু বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশ এখন সাক্ষরতার ব্যাপারে মার্কটাইম করে যাচ্ছে। তবে এ কাজে সরকারি আয়োজনের কোন অভাব নেই।

দেশে সাক্ষরতা হার নিয়ে বর্তমানে আছে চরম বিভ্রান্তি। যেসব সংগঠন সাক্ষরতার হার নিরূপণ করে তারা বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে। এক সংগঠনের তথ্যের সঙ্গে অন্য সংগঠনের তথ্যে মিল নেই। কেউ পরিষ্কার করে বলে না তাদের সাক্ষরতা নির্ণয়ের মাপকাঠি কি এবং এই তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার (কনফিডেন্স লেভেল) মাত্রা কারও তথ্যে পাওয়া যায় না। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লিখিত বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৩ ভাগ হলেও দেশে সাক্ষরতার হার কোনভাবেই ৫০ শতাংশের বেশি নয়। অন্যদিকে 'ফাংকশনাল লিটারেসি' বা কার্যকর সাক্ষরতা যার অর্থ একটা ফরম পূরণের ক্ষমতা বা সরকারি ঘোষণা পড়ে বোঝার সক্ষমতা এর অর্ধেকও নয়। সাক্ষরতার তথ্য নিয়ে এসব বিভ্রান্তির জন্য বিভিন্ন সংগঠনের তথ্যেও বিভ্রান্তি রয়েছে। আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করার মতো নতুন করে যাদের 'সাক্ষর' করা হয়, তাদের অনেকেরই নিরক্ষর হতে বেশি দিন লাগে না।

মন্ত্রণালয়ের ৫৩ শতাংশ সাক্ষরতার বিপরীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ সাক্ষরতা নিরূপণের হিসাবে সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৮.৪৮ ভাগ। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত এনজিওগুলোর কাছে সাক্ষরতার কোন তথ্য নেই। তারা বিবিএস'র পরিসংখ্যানকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ইউনেস্কোর সহায়তায় পরিচালিত তথ্য সংগ্রহ থেকে বিবিএস'র হিসাবকেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সরকারি তথ্যের ভিত্তি সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০২ সালে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বলেছিল সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। তখন বিবিএস বলেছিল, সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৬.১৫ ভাগ। ২০০৫ সালে ঢাকা আহছানিয়া মিশন সাক্ষরতার হার নিরূপণ করেছিল শতকরা ৪২ ভাগ। ইউনেস্কোর সহায়তায় 'খানা জরিপ' থেকে প্রাপ্ত তথ্যও সাক্ষরতার হার শতকরা ৫০ ভাগের নিচের কথাই বলে।

এ ধরনের তথ্য বিভ্রান্তির মধ্যে সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে 'দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণ করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং বিভিন্ন এনজিও কার্যপদ্ধতি বিচার করলে কাজটা কি করে সম্ভব তা বোঝা মুশকিল। এ পর্যন্ত কোন সরকারই দেশে সাক্ষরতার হার বাড়াতে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারেনি। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে প্রতিবছর অন্তত ১০ শতাংশ হারে 'নিরক্ষরতা দূরীকরণের' কাজ করতে হবে ধারাবাহিকভাবে। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রশংসনীয় হতে পারে। তবে তা বাস্তবসম্মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।